সংবাদ
তারিখ 15 MAY 2007 পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

খোঁজ মিলছে না অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের

মঞ্জুরি কমিশনে দেয়া এক ঠিকানা; কর্মকাণ্ড অন্যখানে

মাহমুদুল হাসান

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ নিতে গেলে সেগুলোর কয়েকটির হদিস পাওয়া যায়নি এবং একটি বন্ধ পাওয়া গেছে। অবৈধভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১২ মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সে বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ঠিকানা অনুযায়ী একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ নিতে গেলে সেখানে ওই নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি এবং আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাইরে থেকে তালাবদ্ধ দেখা গেছে।

১৩ মে উত্তরায় গিয়ে দেখা যায়, বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত ৬নং সেক্টরে হাউজ নং ১১, রোড নং ৭, দি প্রোগ্রেসিভ মেরিটোক্রেসি নামের বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজতে গেলে সেখানে ওই নামের বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়া যায়নি। এমনকি ৬নং সেক্টরে ৭ নম্বর রোডে ১১ নম্বরে কোন বাসাই নেই। রাজউক সূত্র তাদের ম্যাপ থেকে সে রকম ঠিকানার অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি বলে জানায়।

৬ নম্বর সেক্টরে হাউস নং ১, রোড নং ১৪ এবং হাউজ নং ১১, রোড নং ২ পৃথক দুটি ঠিকানায় পিচ ব্রেভ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তালাবদ্ধ দেখা গেছে। আশপাশের মানুষ জানায়, কয়েক মাস ধরে তারা এ দুটি বাসা তালাবদ্ধ দেখছেন। তারা জানিয়েছেন আগে দুটি বাসায় মানুষের সমাগম ছিল।

অপরদিকে ইউজিসির তালিকায় প্রকাশিত ৭ নম্বর সেক্টরে রবীন্দ্র সরণিতে ৪২ নম্বর বাসায় অবস্থিত দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, মন্ত্রণালয়ে আমরা অনুমোদনের আবেদন করেছি। গত সরকার বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নীতিমালা তৈরি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে বলেছিল। কিন্তু সেরকম কোন নীতিমালা নেই। তিনি বলেন, ২০০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করে গেছে। তখন তারা কোন রকমের অভিযোগ পাননি। দুই মাস আগেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে তারা দরখাস্ত করেছেন বলে তিনি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়ার পর তারা এরকম পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হতে হবে মানসম্পন্ন এবং আইনসম্মত। সবচেয়ে বড় কথা যথাযথ শিক্ষক আছে কি না, স্থান ঠিকমত আছে কি না সেটা দেখার বিষয়। তিনি সংখ্যা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে দেখা গেছে ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। ছাত্রছাত্রীরা খোঁজ নিতে আসে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। এই ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, তাদের কোর্স চলবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাদের কাছে কোন আদেশ আসেনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এলপিআরে থাকা শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ এহসান আলী তার কাজে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে এসেছিলেন। তিনি বলেন, অবসর নেয়ার পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষকতা করার ইচ্ছা নেই। কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লেখা পড়ার মান ভাল নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার মান খারাপ হয়ে গেছে।